হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটকে (বিএই) বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিএই এখন থেকে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত হবে। বিএইর হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী উৎসবে তিনি এ ঘোষণা দেন। ঢাকার আগারগাঁওস্থ বিএই প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে উপস্থিত হাজার হাজার লোক করতালির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর এ ঐতিহাসিক ঘোষণাকে স্বাগত জানান। বাসস।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিএইর শিক্ষার্থী ও দেশের কৃষিবিদদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। শেখ হাসিনা বলেন, বিএইর উৎসবমুখর হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য এটা আমার তরফ থেকে একটা উপহার।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের মহাসচিব ও আওয়ামী লীগের প্রচার সচিব আবদুল মান্নান, বিএইর প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি মোহম্মদ মাহবুবউজ্জামান এবং হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ নাসিমও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও বিএইর অধ্যক্ষ সাদ উল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদের নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম 'এক পরিবার এক খামার' ধারণার ওপর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ ধারণা শেখ হাসিনা প্রথম দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক একটি দেশ এবং দেশটির অর্থনীতিও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে কৃষির উন্নয়ন ঘটানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার সরকার কৃষির ওপর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

তিনি কৃষিবিদ এবং কৃষি শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতি 'কৃষি ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে আমাদের দেশের জন্য উপযোগী নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তার সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি দিচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা এর ফলও পেয়েছি। দেশের ইতিহাসে এ প্রথমবারের মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

'এক পরিবার এক খামার' কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সবার প্রতি বিশেষ করে কৃষিবিদ ও বিএইর শিক্ষার্থীদের প্রতি আরো বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী রঙিন বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে হীরক জয়ন্তী এবং পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে 'এক পরিবার এক খামার'-এর ওপর সেমিনার, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান, কৃষিজাত পণ্যের প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর বিএইর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।